দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...২-৫ মার্চ 2008...
পৃষ্ঠা ১ ... ৩...

ব্র্যাকের নিকট অর্পণের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে ধর্ম দেশ ও গণবিরোধী চক্রান্ত চলছে

— প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

ষ্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষকগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ, পরিদর্শনের ক্ষেত্রে রয়েছে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সরকারী ব্যাপক আয়োজন। অথচ সরকার এবং সরকারের বাইরের একটি বিশেষ মহল নতুন করে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের নামে প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন, পরিদর্শনের নামে প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। গত ৫ মার্চ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৩-০৩-০৮ তারিখের আদেশ বলে ৩০টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ব্র্যাকের হাতে তুলে দিয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করা হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্বের কোন দেশে এরূপ উদাহরণ না থাকলেও বর্তমান এনজিও সমর্থিত সরকার প্রশাসনিকভাবে ধর্ম, দেশ ও জনস্বার্থবিরোধী চক্রান্ত বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, পৃঃ ১৫ঃ কঃ ৪

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এদেশের প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ তথা জনগণ কঠিনভাবে এ চক্রান্তের মোকাবিলা করবে।

সংবাদ সম্মেলনে ব্র্যাকের মাধ্যমে এ প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাতিলের দাবীতে ঘোষিত পরবর্তী কর্মসূচী হচ্ছে - ২৬ মে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বরাবরে স্মারকলিপি পেশ। ২৮ মে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বরাবরে স্মারকলিপি পেশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাতিল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবীতে স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন কাজী আ ক ফজলুল হক, প্রধান উপদেষ্টা; এম এ আলতাফ হোসেন, উপদেষ্টা; নূরুল আমিন, উপদেষ্টা; মনোয়ারা বেগম, সিনিয়র সহ-সভাপতি; মো: সিদ্দিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, মো: আবুল বাশার, সাংগঠনিক সম্পাদক; আ ফ ম জেহাদ পাটোয়ারী, কোষাধ্যক্ষ; মো: আনোয়ার হোসেন, গোলাম মোস্তফা, মো: শফিকুল হক, সুবল পাল, এরশাদুর রহমান, মো: নাসিরউদ্দিন ও বোরহানউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো: সিদ্দিকুর রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বিপুলসংখ্যক প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতায় যথাযথ পাঠদান কঠিন হয়ে পড়েছে। সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকগণ একজন সরকারী গাড়ীর ড্রাইভারের চেয়ে কম বেতন পেয়ে আসছেন। সরকারী বেতন বৃদ্ধির পর প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন ২০০/৩০০ টাকা কমে গেছে. এম এড, বিএড ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও সিইনএড প্রশিক্ষণকে আবশ্যিক করে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি বন্ধ করে বহু স্কুলকে নেতৃত্ব শূন্য করে দেয়া হচ্ছে। এতসব সমস্যা সমাধানের পথে না গিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষার মানের ধুয়া তুলে ব্র্যাকের উপর প্রাথমিক শিক্ষাকে ন্যস্ত করার চক্রান্তে মেতে উঠেছে। অথচ ব্র্যাক তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী ১ম ও ২য় শ্রেণীর মানে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই ব্র্যাকের অযোগ্য লোকবল দিয়ে সরকারী স্কুলের যোগ্য শিক্ষকগণকে আবারো প্রশিক্ষণ দিবে, খবরদারী করবে তা প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ বরদাশত করবে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ব্র্যাক প্রথমে শিক্ষা কার্যক্রম উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়েই শুরু করে। যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই কিংবা দূরে, সেখানেই তাদের শিক্ষাকেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু দিয়ে চালু হওয়ার কথা। অথচ দেখা যায় তাদের পরিচালিত স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীরা পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আসা। ক্রেডিট প্রোগ্রাম সংশ্লিষ্ট অভিভাবক দিয়ে বাধ্য করানো হয়, যেন ব্র্যাক কেন্দ্রে লেখাপড়া করতে আসে। বর্তমানে ব্র্যাক প্রাক-প্রাথমিক শিশু শ্রেণী পড়াচ্ছে। খুবই কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান করাচ্ছে। সার্বিক মূল্যায়নে তাদের শিক্ষার মান নিম্নগামী।

সুতরাং বৃটিশের বেসরকারী সংস্থা ব্র্যাকের নিকট দেশের সরকারী প্রাথমিক শিক্ষাকে তুলে দেয়ার অর্থ হলো একটি নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মত একটি বেসরকারী সংস্থার নিকট পদানত হওয়া। [illegible] শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই নয়, পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষাকে [illegible] উপস্থাপন করে।